ভোরের কাগজ

190

তারিখ ... ... MAR 1 3 2000
পৃষ্ঠা ২৭ কলাম ২ ......

সরজমিন ফুলপুরের ২টি কেন্দ্র

গণটোকাটুকি অনেকটাই কমেছে

জাহাঙ্গীর আলম লিটন, ফুলপুর থেকে ফিরে : স্থানীয় প্রশাসনের কড়া মনোভাব ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সহযোগিতার ফলে জেলার ফুলপুর থানায় এসএসসি পরীক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরে এসেছে। কমে গেছে গণটুকাটুকি ও অবাধ নকলের প্রবণতা। সাধারণ অভিভাবকদের মধ্যে ফিরে আসছে স্বস্তি।

গত শনিবার সাধারণ গণিত পরীক্ষা চলাকালীন এই প্রতিবেদক সরজমিনে ফুলপুরের দুটি কেন্দ্র ঘুরে দেখেন। সকাল সাড়ে ১১টার দিকে তালদীঘি বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্রে গেলে দেখা যায় বহিরাগতরা ১৪৪ ধারা পুরোপুরিভাবে মেনে নির্দিষ্ট দূরত্বে অবস্থান করেছে। কোনো গণটুকাটুকি বা বাইর থেকে কেন্দ্রের ভিতর নকলে কপি বিলির প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়নি। প্রতিটি হলে পরীক্ষার্থীরা অনেকটা সুষ্ঠু পরিবেশে পরীক্ষা দিচ্ছে। অবাধ নকলের প্রবণতা নেই। তবে কোনো কোনো পরীক্ষার্থীকে পরিদর্শকের চোখ ফাঁকি দিয়ে নকলের কপি বের করে তা লিখছে বা লিখার চেষ্টা চালাতে দেখা গেছে। এ ব্যাপারে কেন্দ্র পরিদর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তারা জানান, স্থানীয় প্রভাবশালীদের স্বজন হিসেবে কোনো কোনো পরীক্ষার্থীকে নকল বের করতে দেখেও তাদের বিরুদ্ধে নিরাপত্তাজনিত কারণে ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তবে আগের পরীক্ষাগুলো থেকে এ পরীক্ষায় নকলের প্রবণতা অনেক কম বলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক উক্ত পরিদর্শক জানান।

কেন্দ্র পরিদর্শনের আসা স্থানীয় সরকার দলীয় সাংসদ শামসুল হক ভোরের কাগজকে বলেন, তিনি কেন্দ্র সচিবকে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা নেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তার দলের সদস্যরা কোনো প্রভাব খাটাননি বা ঘাটাবে না বলেও তাদের আশ্বাস প্রদান করেছেন।

ফুলপুর সদরে অবস্থিত পাইলট উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্রটির বাহিরের পরিবেশ ছিল বিক্ষোরম্মুক্ত। কেন্দ্রের ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে অনেককেই দেখা গেছে কেন্দ্রটিকে ঘিরে রাখতে। বাইরে থেকে অনেককেই ভিতরে নকল সরবরাহ করতে দেখা গেছে। তবে স্থানীয় প্রশাসনের সক্রিয় ভূমিকার কারণে সে সব প্রচেষ্টা অনেকটাই ব্যর্থতায় পরিণত হয়েছে। কর্তৃপক্ষ বহিরাগতদের ঝামেলা এড়ানোর জন্য কেন্দ্রের প্রতিটি হলের বাইরের দিকের জানালা বন্ধ রেখেছে। বহিরাগতদের অবাধ বিচরণ রোধ করার জন্য পরীক্ষা চলাকালীন পাঁচজনকে আটক করা হয়। কেন্দ্র পরিদর্শনে আসা থানা নির্বাহী কর্মকর্তা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে বহিরাগতদের কেন্দ্রে প্রবেশের নানামুখী প্রচেষ্টা করার বিষয় নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে জানান, একই সময়ে এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষা শুরু হওয়ার কারণে পর্যাপ্ত পুলিশ কেন্দ্রে রাখা সম্ভব হয়নি। যার জন্য বাইরের পরিবেশ কিছুটা বিশৃঙ্খল ছিল। তবে কেন্দ্রের ভিতর পরিবেশ ছিল ভালো।